“দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগিতা নির্ণয়”
শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট প্রকল্প

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

বাস্তবায়নে: ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
সহযোগিতায়: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

“দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগিতা নির্ণয়”
শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট প্রকল্প

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

প্রকাশ কাল
জুলাই ২০২২

স্বত্ব
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
প্রধান কার্যালয়ঃ
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০
ঢাকা অফিসঃ
ইএসডিও হাউস, বাড়ী নং-৭৪৮, রোড নং-৮, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ নাদিমুল ইসলাম

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

ইএসডিও’র গবেষণা বিভাগের একটি প্রকাশনা

"দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগিতা নির্ণয়"
শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট প্রকল্প

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

সম্পাদনা

উপদেশক

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সেলিমা আখতার
অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) ইএসডিও

সম্পাদনা

মোঃ আবু শাহিন
প্রধান গবেষক, বিআরআইডি

মোঃ আইনুল হক
উর্দ্ধতন সহকারি কর্মসূচি সমন্বয়ক, ইএসডিও

উৎসর্গ

বাংলাদেশে প্রথম টিউলিপ ফুল খামারী পর্যায়ে যাদের মাধ্যমে ফোটানো সম্ভব হয়েছে সেই সব সংগ্রামী নারী উদ্যোক্তা মোছাঃ মুক্তা পারভিন, মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, মোছাঃ সুমি আক্তার, মোছাঃ আয়েশা বেগম, মোছাঃ হোসনেয়ারা বেগম, মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, মোছাঃ মোর্শেদা বেগম এবং মোছাঃ সজেদা বেগম।

প্রাক কথন

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রান্তিক কিষাণীদের মাধ্যমে টিউলিপ চাষের চিন্তাটাই ছিল অভিনব, সৃজনশীল এবং নিঃসন্দেহে চমৎকার উদ্ভাবনী চিন্তার প্রতিফলন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের মহোদয়ের উৎসাহ ও ভাবনা থেকেই খামার পর্যায়ে প্রান্তিক কিষাণীদের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে টিউলিপ ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে।

দেশে প্রথমবারের মত কিষাণী পর্যায়ে টিউলিপ ফুল ফোটানোর যাত্রাটি মসৃন ছিল না। ইউরোপের ফুল যা কখনো চোখেও দেখিনি আমরা অনেকেই, সেই ফুল ফোটানোর জন্য মাঠ প্রস্তুতকরণ, কিষাণী প্রশিক্ষণ, বাল্ব সংগ্রহ, উপকরণ সরবরাহ, মাঠ ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন পুরো প্রক্রিয়াটিই একেবারে নতুন ছিল। পিকেএসএসএফ'র সিনিয়র মহা-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম ও সেক্টর ভ্যালু চেইন স্পেশালিষ্ট (আরএমটিপি) জনাব মোঃ রাফিজুল ইসলামের সার্বক্ষণিক যুক্ততা পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার সম্মানিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা ও উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গভীর কৃতজ্ঞতা পিকেএসএফ'র মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্যার, সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি উদ্যোগটিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন জানানোর জন্য।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা International Fund for Agriculture Development (IFAD) কর্তৃপক্ষকে পিকেএসএফ'র মাধ্যমে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) এর আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগীতা নির্ণয় শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট প্রকল্পটিতে অর্থায়নের জন্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ, রংপুর বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ভুঞা পঞ্চগড় জেলার জেলা প্রশাসক জনাব জহুরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রেনিক মিডিয়ার প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা। বিশেষতঃ পঞ্চগড় জেলার মিডিয়া প্রতিনিধিবৃন্দের প্রতি। তাঁরা দেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ চাষের সাফল্যের গল্পটি পুরো দেশবাসীকে অবহিত করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এই উদ্যোগটিকে।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা টিউলিপ বাল্ব সরবরাহকারী দেলোয়ার ভাইকে এবং বাংলাদেশ ফুল বিক্রেতা সমিতি ও ঢাকা ফুল বিক্রেতা সমিতির নেতৃবৃন্দকে-টিউলিপ ফুল বিপণনে ব্যাপক সহায়তার জন্য। সেই সাথে ইএসডিও-ঢাকা অফিসের সমন্বয়ক সৌজন্য সরকারকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঢাকা শহরে বিপণন কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য।

সর্বোপরি ইএসডিও'র অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতারকে গভীর কৃতজ্ঞতা। তিনি টিউলিপ ফুল চাষের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কিষাণীদের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থান করেছেন, হঠাৎ বৃষ্টিতে ফুলের ব্যাপক ক্ষতির আশংকাকে দুর করেছেন তাৎক্ষণিক বিশেষ শেডের মাধ্যমে। নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন বিপণনের।

ইএসডিও'র নিবেদিত প্রাণ বিশেষতঃ কর্মীবৃন্দের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন। উর্দ্ধতন সহঃ কর্মসূচি সম্বন্বয়ক মোঃ আইনুল হক, পঞ্চগড়ের জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, তেঁতুলিয়ার এরিয়া ম্যানেজার নগেন চন্দ্র, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ অলিউর রহমান, টিউলিপ ফুল চাষ কার্যক্রমের কারিগরী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুর রহমানের শ্রম, মেধা এবং উদ্যম এই যাত্রাকে অনেক সহজতর করেছে।

তেঁতুলিয়া উপজেলার শারিয়ালজোত ও দর্জিপাড়ার আটজন সাহসী কিষাণী মোছাঃ মুক্তা পারভিন, মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, মোছাঃ সুমি আক্তার, মোছাঃ আয়েশা বেগম, মোছাঃ হোসনেয়ারা বেগম, মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, মোছাঃ মোর্শেদা বেগম এবং মোছাঃ সজেদা বেগমকে আমাদের হৃদয়সিক্ত অভিনন্দন। আপনাদের হাত ধরে বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল ফুটেছে-আবারও প্রমাণিত হয়েছে প্রান্তিক নারীরাই পাল্টে দিতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি। প্রান্তিক নারীদের অদম্য প্রচেষ্টাতে আমরা পরিণত হবো উজ্জ্বল আলোকিত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশে।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৯

২. প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা ১০

৩. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১১

৪. প্রকল্পের সাধারণ তথ্য ১১

৫. প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্য ও কর্ম এলাকা ও জমি সম্পর্কীত তথ্যাবলী ১১

৬. টিউলিপ ফুল চাষের লাভজনকতা বিশ্লেষণ ১২

৭. টিউলিপ ফুল চাষে তেঁতুলিয়া উপজেলার আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ১২

৮. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ ১২

৯. বাংলাদেশে টিউলিপ ফুল চাষ এবং ট্যুরিজম শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা ১৩

১০. টিউলিপ বাজারজাতকরণ ১৪-১৫

১১. বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয় ১৬

১২. কিষাণীদের সাথে মতবিনিময় সভা ১৮

১৩. এক নজরে টিউলিপ ফুল চাষে উল্লেখযোগ্য অর্জনসূমহ ১৯

১৪. আলোকচিত্রে টিউলিপ ফুল চাষের সময় ভিত্তিক চিত্র (বাম থেকে ডান দিকে) ২০

১৫. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের টিউলিপ ফুল পরিদর্শন ২১

১৬. উপসংহার ২২

১৭. মিডিয়া কাভারেজ ২৩

১৮. বিশিষ্ট জনের সম্পৃক্ততা ২৪

১. ভূমিকাঃ

পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রায় ৫০-৭০ জন কৃষক বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ করে থাকে। এসব ফুলের মধ্যে গাঁদা, রজনীগন্ধা, গোলাপ অন্যতম। এসব ফুল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকে। চাষিদের উচ্চ মূল্যের ফুল চাষের কৌশল সম্পর্কে ধারনা কম এবং স্থানীয়ভাবে উচ্চমূল্যের ফুলের বীজ/চারা সরবরাহও কম। ফুল চাষিদের সার্বিক সহযোগিতার ঘাটতি ও ফুলের দাম এবং দক্ষতা কম থাকায়, ফুল চাষের প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। ফুল চাষিরা এই সেক্টর বাদ দিয়ে চা এবং অন্যান্য কৃষি খাতকে বেছে নিচ্ছে।

ফুল চাষকে বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাষিদের পারিবারিক আয় এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি, তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং ফুল কেন্দ্রীক এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন- এ সকল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পাইলট প্রকল্প "দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগিতা নির্ণয়' শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প" বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করে। দেশের উত্তরাঞ্চলের (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) শীতকালে সামগ্রিক শীতল পরিবেশ বিশেষ করে নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি গড় তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বিরাজ করে। টিউলিপ চাষের জন্য ৮-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা খুবই উপযোগী এবং ফুল ফোটার জন্য ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে হলে ভাল হয় এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় যা টিউলিপ চাষের জন্য খুবই সহায়ক যে প্রেক্ষিতে টিউলিপ চাষের শুভ সূচনা হয় পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দর্জিপাড়া ও শারিয়াল জোত গ্রামে। ইএসডিও'র উদ্যোগে খামার পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষাণীদের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো সফল ভাবে বাস্তবায়িত এই পাইলট প্রকল্পের লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, প্রকল্পভুক্ত টিউলিপ বাগানে ৯৫% ফুল ফুটেছিল এবং ফুলের রঙ, আকৃতি সবকিছুই নেদারল্যান্ডের টিউলিপ ফুলের। ২৫ থেকে ২৮ দিনের মাথায় ফুল ফোটার কথা থাকলেও তেঁতুলিয়ায় ২৩ দিনের মাথায় টিউলিপ ফোটা শুরু করেছিল এবং ফুল ফোটার ব্যাপ্তি ছিল ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ পর্যন্ত।

মোট ৪০ শতাংশ জমিতে ৮ জন কৃষাণী ৪০০০০ বাল্ব রোপন করেছিলেন, যার মধ্যে মাত্র ৪২৪ টি গজিয়ে উঠেনি, বাকী সবগুলো গজিয়েছিল। অর্থনৈতিক ভাবে লাভবানের ক্ষেত্রে কৃষাণীরা টিউলিপকে কেন্দ্র করে মোট ৫,২৬,৩৬৯.০০ (পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা আয় করেছেন যার মধ্যে ফুল বিক্রি করে ৩,৪৪,০০০.০০ (তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা এবং পরিদর্শন থেকে ১,৮২,৩৬৯.০০ (এক লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা। শুধু তাই নয়, টিউলিপ পর্যটকদের কাছে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। স্থানীয় প্রশাসনসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ভাষ্য মতে, টিউলিপ ফুলকে ঘিরে পর্যটন শিল্প ও ফুল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশে এবং বিদেশে রয়েছে এক অপার সম্ভাবনা।

যদিও টিউলিপ ফুল চাষের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন- টিউলিপ ফুলের বাল্ব দেশে অপ্রতুল। বিদেশ থেকে বাল্ব/চারা সরবরাহ করতে হয়; যা ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। চাষীদের নতুন ফুল সম্পর্কে কোন ধারনাই ছিল না এবং প্রয়োজন ফুল সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ, বাছাইকরন ও প্যাকেজিং এর জন্য অবকাঠামোর ঘাটতি ইত্যাদি। এ সকল প্রতিবন্ধকতা সরকার, উন্নয়ন সহযোগি ও প্রাইভেট সেক্টরসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহন করা। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে টিউলিপ ফুল চাষ।

২. প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যেমন মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি (২৭২৭ মার্কিন ডলার), দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসাবে মধ্যবর্তী পরিবারের সংখ্যা (> ১৫ মিলিয়ন) বৃদ্ধি এবং সুস্থিত জিডিপি'র বৃদ্ধি, এদেশের মানুষের নান্দনিক ও শিল্পরুচিবোধের বিকাশের সাথে সাথে ফুল ক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ফুলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার-এর বাণিজ্য হয়ে থাকে এবং বছরে প্রায় ১৫% হারে এ ব্যবসার বিকাশ ঘটছে। শুধু ইউরোপে বছরে ফুল বিক্রি হয় ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৬.৯ ও জাপানে ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের ফুল বিক্রি হয়। বিশ্বের ফুল রপ্তানির ৬০ শতাংশ অধিকার করে আছে নেদারল্যান্ডস। ফুল ও ফুলজাত পণ্য রপ্তানি করে নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে। এছাড়াও বিশ্ববাজারে কোটি কোটি ডলারের ফুল রপ্তানির বাণিজ্য করে থাকে কেনিয়া, কলম্বিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ভারত, ইতালি, জার্মানি, ইসরায়েল, জিম্বাবুয়ে, ইকুয়েডর ও উগান্ডার মতো দেশগুলো।

ফুল উৎপাদনে এবং রপ্তানিতে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। এক রিপোর্টে দেখা গেছে, দেশে প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফুল চাষ হয়। ফুল বিক্রির জন্য ঢাকা শহরে প্রায় ৫০-৫৫টি স্থায়ী এবং ২০০-২৫০ টি অস্থায়ী দোকান রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ফুল বিদেশে রপ্তানি হয়। বিশ্বে ফুলের বাণিজ্যে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ০.৩% হলেও বাংলাদেশর মাটি, জলবায়ু এবং সার্বিক পরিবেশ অনুকূলে থাকায় প্রায় সব ধরনের ফুল চাষ বৃদ্ধি করার অপার সম্ভাবনাময় সুযোগ রয়েছে।

টিউলিপ মূলত ইউরোপে খুবই পছন্দের একটি ফুল এবং এটিকে ইউরোপের ফুলের রাণী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।টিউলিপের প্রায় ১৫০ প্রজাতি এবং এদের অসংখ্য সংকর রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিডসহ টিউলিপের সকল প্রজাতিকেই সাধারণভাবে টিউলিপ নামে ডাকা হয়। টিউলিপ মূলত বর্ষজীবি ও শীতপ্রধান দেশের বসন্তকালীন ফুল হিসেবে পরিচিত। এটি মুকুল থেকে জন্মায়।টিউলিপ সাধারণ ১০-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চাষ করা হয়। সাধারণত বরফ প্রধান দেশসমূহে টিউলিপ ফুলের চাষ হয়। ইউরোপের দেশগুলোতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকায় সেসব দেশে টিউলিপের পর্যাপ্ত চাষ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক তাপমাত্রাকে বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, শীতকালে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা বিশেষ করে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকে এবং এমনকি কোন কোন বছর শৈত্যপ্রবাহ অত্রাঞ্চলে এক প্রকার দূর্যোগ হিসেবে প্রতিয়মান হয়। তাই ইউরোপের ন্যায় ঠান্ডা ও শীতল আবহাওয়া অঞ্চল ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলা টিউলিপ ফুল চাষের জন্য খুবই উপযোগী এবং এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন সহযোগি পিকেএসএফ-এর সহায়তায় Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) এর আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগীতা নির্ণয় শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট উপ-প্রকল্পটি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় টিউলিপের উপযোগী ৬ প্রকার রঙের ফুল ফোটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়, যা দেশে বাণিজ্যিক বিকাশে ফুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করতে পারে।

এছাড়াও, বাংলাদেশের যশোর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী এবং নারায়নগঞ্জে যেভাবে প্রধান প্রধান ফুলের ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে, ঠিক একই ভাবে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এলাকাকেও টিউলিপ ফুলের ক্লাস্টার হিসেবে
গড়ে তোলা যেতে পারে। দেশে ক্রমাগত ফুলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রচলিত অন্যান্য দেশের অপরাপর ফুল ক্লাষ্টার অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেরও লক্ষাধীক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয় ও জীবিকায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। ফসলের চেয়ে অধিক লাভজনক হওয়ায় ফুল চাষের জমির আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে জারবেরা ফুল বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং দেশেই এর টিস্যুকালচারের চারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ও বিক্রি হচ্ছে। আশা করা যায় টিউলিপ ফুলও কাট ফ্লাওয়ার হিসাবে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চাষ করা হলে এটিও জারবেরা ফুলের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

[1]http://www.avcbd.com/pages/frontvaluenon.html
[2]http://bdurbanagriculture.blogspot.com/2013/03/netairoy18yahoo.html

৩. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের লক্ষ্য: টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের পারিবারিক আয় এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য:

ক. তেঁতুলিয়া উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণ।

খ. টিউলিপ কেন্দ্রীক এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন।

গ. উৎপাদিত ফুলের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৪. প্রকল্পের সাধারণ তথ্য:

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নাম	ঃ	"দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগিতা নির্ণয়' শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	৬ মাস
পিকেএসএফ-এর সাথে সংস্থার চুক্তি স্বাক্ষর	ঃ	১৭/০১/২০২২
প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর তারিখ	ঃ	০১/০১/২০২২
প্রকল্পের মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ	ঃ	৩০/০৬/২০২২
প্রকল্প কর্ম এলাকা	ঃ	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা	ঃ	৮ জন
মোট প্রাক্কলিত বাজেট	ঃ	৩৯,৫০,০০০.০০
পিকেএসএফ হতে মঞ্জুরীকৃত অনুদান	ঃ	৩৯,৫০,০০০.০০

৫. প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্য ও কর্ম এলাকা ও জমি সম্পর্কীত তথ্যাবলী:

ক্রঃ নং	কর্মএলাকা	প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্যর নাম	জমির পরিমান
১	দর্জিপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	মোছাঃ মুক্তা পারভিন	৫ শতাংশ
২		মোছাঃ আনোয়ারা বেগম	৫ শতাংশ
৩		মোছাঃ সুমি আক্তার	৫ শতাংশ
৪	শারিয়ালজোত, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	মোছাঃ আয়েশা বেগম	৫ শতাংশ
৫		মোছাঃ হোসনেয়ারা	৫ শতাংশ
৬		মোছাঃ মনোয়ারা	৫ শতাংশ
৭		মোছাঃ মোর্শেদা বেগম	৫ শতাংশ
৮		মোছাঃ সজেদা	৫ শতাংশ
		মোট:	৪০ শতাংশ

৬. টিউলিপ ফুল চাষের লাভজনকতা বিশ্লেষণ:

বাস্তবায়িত পাইলট প্রকল্প “দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগিতা নির্ণয়’ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প” এর লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, প্রকল্পভুক্ত টিউলিপ বাগানে প্রায় ৯৫% ফুল ফুটেছিল এবং ফুলের রঙ, আকৃতি সবকিছুই নেদারল্যান্ডের টিউলিপ ফুলের মত। ২৫ থেকে ২৮ দিনের মাথায় ফুল ফোটার কথা থাকলেও তেঁতুলিয়ায় ২৩ দিনের মাথায় অর্থাৎ জানুয়ারির ২৩ তারিখে টিউলিপ ফোটা শুরু করেছিল এবং ফুল ফোটার ব্যাপ্তি ছিল ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ পর্যন্ত। টিউলিপকে কেন্দ্র করে ৮ জন ফুল চাষি মোট ৫,২৬,৩৬৯.০০ (পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা আয় করেছেন, যার মধ্যে ফুল বিক্রি করে ৩,৪৪,০০০.০০ (তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা এবং পরিদর্শন থেকে ১,৮২,৩৬৯.০০ (এক লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা।

৭. টিউলিপ ফুল চাষে তেঁতুলিয়া উপজেলার আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত:

দেশের উত্তরাঞ্চলের (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) জলবায়ু শীতল হওয়ায় টিউলিপ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে শীতকালীন সময়ে বিশেষ করে নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বিরাজ করে। টিউলিপ চাষের জন্য ৮-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা খুবই উপযোগী এবং ফুল ফোটার জন্য ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে হলে ভাল হয়। পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় উল্লিখিত তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় যা টিউলিপ চাষের জন্য সহায়ক। এবারের টিউলিপ চাষ খুবই উপযুক্ত সময়ে করা হয়েছে যে কারনে খুব অল্প সময়ে কৃষাণীরা কাঙ্খিত আয় করতে সক্ষম হয়েছে।

৮. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ:

কম্পোনেন্ট-১ ঃ উদ্যোক্তা নির্বাচন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

১.১ আগ্রহী ও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এমন কৃষক নির্বাচন ও টিউলিপ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন

কম্পোনেন্ট-২ ঃ বৈচিত্র্যময় নতুন পণ্য উৎপাদন ও বাজার উন্নয়ন (Product and Market Developmen)

২.১: টিউলিপ ফুলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন

২.২ পাইকার এবং ফুল চাষিদের সাথে বিপণন বিষয়ক কর্মশালা

২.৩ টিউলিপ ফুলের মাঠ দিবস আয়োজন

২.৪ টিউলিপ ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২.৫ ভূদৃশ্যায়ন (landscaping)

২.৬ স্থানীয় পর্যায়ে ফুল সংগ্রহ/বাছাই/পাকেজিং এর স্থান (collection point) উন্নয়ন

২.৭ টিউলিপ উৎসব (Tulip festival) আয়োজন

কম্পোনেন্ট-৩: মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ক্রস-কাটিং ইস্যু

৩.১: কর্মকর্তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কম্পোনেন্ট-৪ ঃ পলিসি ও প্র্যাকটিস

৪.১ প্রকল্প এলাকার ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপাদন ও বিপণন সহজীকরণে তাদের নিজস্ব এসোসিয়েশন/সংগঠন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ

৪.২ স্থানীয়ভাবে পলিসি ডায়ালগ

কম্পোনেন্ট-৫: মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশান

৫.১: প্রকল্পের প্রভাব, শিখন উপকরণ, ষান্মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি তৈরি

৫.২: সাব-সেক্টর/উপ-প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন

৯. বাংলাদেশে টিউলিপ ফুল চাষ এবং ট্যুরিজম শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা:

প্রতি বছর শীতকালে লক্ষাধিক পর্যটক তেঁতুলিয়া ভ্রমণ করে থাকে। বাংলাদেশের সর্বউত্তরের জনপদে চা বাগান এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরুপ দৃশ্য দেখতে পর্যটকরা আসেন। টিউলিপ ফুল শীতকালে ফোটে এবং এ ফুল দেখার জন্য বহু দূর হতে প্রকল্প এলাকার প্রদর্শনী প্লটে দর্শনার্থীরা এসেছেন। প্রকল্পের তথ্যমতে, ৩০ দিনের টিউলিপ চাষকালীন সময়ে ১০,২১৪ জন দর্শণার্থী এসেছেন দর্জিপাড়া ও শারিয়াল জোত গ্রামে টিউলিপ বাগান দেখতে। সুতরাং তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ চাষ করে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদি যেমন-টয়লেট, পানিয় জল, বসার ব্যবস্থা, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা গেলে বহু পর্যটক টিউলিপ ফুলের অপার রঙিন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে ছুটে আসবেন বলে আশা করা যায়। টিউলিপ বাগানেও উদ্ভাবনী সৌন্দর্য্য (যেমন: দেশের মানচিত্র, বরেন্য ব্যক্তিবর্গের ছবি) ইত্যাদির মাধ্যমে পর্যটকের ঢল নামানো সম্ভব হবে। তেঁতুলিয়া পরিণত হবে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রে।

১০. টিউলিপ বাজারজাতকরণ:

টিউলিপ ফুল "লিলিয়েসী পরিবার"ভূক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফুল। এটি আন্তর্জাতিক ফুল বাণিজ্যে কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ১০ টি ফুলের মধ্যে অন্যতম। কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে বেশী দিন ফুলদানিতে সতেজ রাখতে লিলির জুড়ি নেই। নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর প্রায় ২ বিলিয়ন টিউলিপ ফুল রপ্তানি করে। ২০২০ সালে শুধুমাত্র টিউলিপ বাল্ব রপ্তানি করে আয় করে ২২০ মিলিয়ন ইউরো। প্রতি বছর মার্চ- মে মাস পর্যন্ত ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার বিক্রি হয়। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার-এর বাণিজ্য হয়ে থাকে এবং বছরে প্রায় ১৫% হারে এ ব্যবসার বিকাশ ঘটছে। শুধু ইউরোপে বছরে ফুল বিক্রি হয় ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৬.৯ ও জাপানে ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের ফুল বিক্রি হয়। বিশ্বের ফুল রপ্তানির ৬০ শতাংশ অধিকার করে আছে নেদারল্যান্ডস। ফুল ও ফুলজাত পণ্য রপ্তানি করে নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে।

এক রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে ফুল বিক্রির জন্য ঢাকা শহরে প্রায় ৫০-৫৫টি স্থায়ী এবং ২০০-২৫০ টি অস্থায়ী দোকান রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ফুল বিদেশে রপ্তানি হয়। দেশের মধ্যে ঢাকার ফুলের বাজারটি টিউলিপের জন্য খুবই ভাল হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। পাশাপাশি যেহেতু টিউলিপ ফুলটি যুবদের কাছে বিশেষ দিন হিসেবে বিবেচিত "ভ্যালেনটাইন ডে" এবং পহেলা ফাল্গুন উৎসব এ তোলা সম্ভব হয়েছিল যার ফলে শুধুমাত্র ঢাকাতে নয় বিভাগীয়, জেলা এবং এমনকি উপজেলা শহরেও টিউলিপ ফুলের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে টিউলিপ ফুল শুরুতেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় দেশীয় বাজারেও টিউলিপের সম্ভাবনাময় বাজার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের সাথে পলিসি পর্যায়ে যোগাযোগ গুনগত, মানসম্মত পর্যাপ্ত টিউলিপ ফুল চাষের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে টিউলিপ ফুল রপ্তানীর অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত: তেঁতুলিয়ায় যে সময় টিউলিপ ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে ইউরোপে সে সময় টিউলিপ ফোটে না, সময়ের এই ব্যবধানের সুযোগটি কাজে লাগাতে পারলে টিউলিপ পরিণত হতে পারে দেশের অন্যতম অর্থকরি রপ্তানী কৃষি পণ্যে।

ঢাকার বাজারে টিউলিপ

ইএসডিও'র সহযোগিতায় ঢাকা ফুল বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি, সহ সভাপতি এবং সেক্রেটারির মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ ঢাকার বাজারে ফুল বিক্রি করেছেন।

১১. বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয়:

চ্যালেঞ্জসমূহ	প্রস্তাবনাসূমহ বা করণীয়
১. টিউলিপ ফুলের বাল্ব দেশে অপ্রতুল। বিদেশ থেকে বাল্ব/চারা উচ্চমূল্যে সংগ্রহ করতে হয়।	নিবিড় ও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে দেশীয়ভাবে বাল্ব উৎপাদন করা যেতে পারে।
২. ফুল চাষিদের টিউলিপ ফুলসহ অন্যান্য ফুল যেমন জারবেরা, লিলিয়াম, গ্লাডিওলাস চাষকৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারনা কম।	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনে দেশের অন্যান্য ফুল চাষীদের দক্ষতা উন্নতি করা যেতে পারে যেন তারা সাধারণ ফুলের বাইরেও বিদেশি ফুল চাষের আরো বেশি আগ্রহী দক্ষ হয়। ফুল ক্লাষ্টার থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনে স্থানীয় ফুল চাষীদের দক্ষ করা যেতে পারে।
৩. ফুলের উন্নতমানের প্যাকেজিং না থাকায় ফুল চাষীরা দূরবর্তী বাজারে বিশেষ করে ঢাকায় ফুল সরবরাহ করতে পারে না।	ক্লাষ্টার ভিত্তিক প্যাকেজিং করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা তাদের এই বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষন এর আয়োজন করা যায়।
৪. উচ্চ মূল্যের ফুল চাষে প্রারম্ভিক পর্যায়ে অধিক বিনিয়োগ করতে হয়। চাষিরা উচ্চ মূল্যের ফুল চাষ করার কারিগরি কৌশল না জানায় তারা সেসব ফুল চাষের জন্য বড় ধরনের ঋণ গ্রহণ করে না।	তৃণমূল পর্যায়ে এই বিষয়ে আরও বেশি আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত সভা, সেমিনার বা কর্মশালার আয়োজন করা, প্রয়োজন বোধে একসপ্রোজার ভিজিট এর আয়োজন করা যেতে পারে।
৫. ফুল সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ, বাছাইকরন ও প্যাকেজিং এর জন্য কালেকশন সেন্টারের ঘাটতি	প্রাথমিক অবস্থায় দাতা সংস্থা কর্তৃক সেন্টারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ায় অধিক ফুল চাষে আগ্রহী ও সুসংগঠিত হয়।
৬. স্থানীয়ভাবে ফুল চাষের জন্য ত্রিপল, পলিথিন, নেট ইত্যাদির সরবরাহ কম	এসকল পণ্য সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে অথবা দলীয়ভাবে ফুল চাষীরা এইসব সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারে।

টেলিভিশন টকশো ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কিষাণী পর্যায়ে টিউলিপ ফুলের আগামী সম্ভাবনা নিয়ে NEXUS TV তে সরাসরি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) 'র সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং সংস্থার উর্দ্ধতন সমন্বয়কারী মো: আইনুল হক ও কিষাণী মোছা: সাজেদা বেগম।

কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান "মাটি ও মানুষ"ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং বিটিভি ওয়ার্ল্ডে, জনাব দেওয়ান সিরাজ এর উপস্থাপনায় কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান "মাটি ও মানুষ" এর ধারাবাহিক পর্বে পিকেএসএফ"র অর্থায়নে ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষাণী পর্যায়ে টিউলিপ চাষ প্রকল্পের প্রামান্যচিত্র প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে।

১৩. কিষাণীদের সাথে মতবিনিময় সভা:

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)"র আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ কিষাণীদের সাথে মতবিনিময় করছেন সরকারের সোস্যাল এনভয় অফ দ্যা ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম প্রেসিডেন্সি, বাংলাদেশ স্কাউটস'র সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। সভায় মুখ্য সচিব বলেন, দেশের ত্রি-সীমান্ত বেষ্টিত শারিয়াল-দর্জিপাড়া এখন টিউলিপ গ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি শুনেছি প্রচুর পরিমান পর্যটক এই টিউলিপ বাগান দেখতে আসছেন। ইএসডিও'র এ উদ্যোগে প্রান্তিক চাষীরা যেমন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ খুঁজে পেয়েছে তেমনি গ্রামীণ পর্যটনে তৈরি করেছে নতুনমাত্রা, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভুমিকা রাখছে। এসময় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক মোঃ জহুরুল ইসলাম, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো.শামীম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোহাগ চন্দ্র সাহা, ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জাহাঙ্গীর আলমসহ অনেকে।

১৪. এক নজরে টিউলিপ ফুল চাষে উল্লেখযোগ্য অর্জনসূমহ :

- তেঁতুলিয়ার মাটিতে প্রায় শতভাগ ফুলের বাল্ব হতে ফুল ফোটানো সম্ভব হয়েছে।
- নতুন এই ফুল চাষ করে নারী উদ্যোক্তাগন তুমুলভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।
- দেশে ৮ জন নারী কিষাণী টিউলিপ চাষ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যা ইকো ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
- দেশের প্রায় সকল প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কিষাণীদের সফলতার গল্প প্রচারিত হয়েছে।
- দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এই টিউলিপ বাগান পরিদর্শন করেছেন এবং কিষাণীদের উৎসাহিত করেছেন।
- ইএসডিও'র উদ্যোক্তাগন টিউলিপ ফুল ঢাকার বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।
- বাগানে আগত দর্শনার্থীদের প্রবেশ মূল্যের মাধ্যমেও বাড়তি আয় করতে পেরেছেন।
- ইকো ট্যুরিজম এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ট্যুরিজম এর নতুন সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।
- হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টিউলিপ ফুল চাষে দক্ষতা অর্জন করে বাংলাদেশে কৃষানী পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের নতুন সম্ভাবনা উম্মোচিত হয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১৫. আলোকচিত্রে টিউলিপ ফুল চাষের সময় ভিত্তিক চিত্র (বাম থেকে ডান দিকে)

মাঠ পর্যায়ে IFAD, PKSF & ESDO উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ: টিউলিপ ফুল চাষের প্রাক-প্রস্তুতি

ইএসডিও কর্তৃক কিষাণ-কিষাণী পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের সদস্য নির্বাচন

টিউলিপ ফুল চাষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী সভা: ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক পরিচালক (প্রশাসন), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুলচাষী দেলোয়ার হোসেন।

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ বীজ রোপণ করছেন ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন সেলিম আখতার (৩১ ডিসেম্বর, ২০২১)

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার শারিয়াল জোত গ্রামে পিকেএসএফ ইএসডিও'র উদ্যোগে টিউলিপ ফুল চাষের ৪০ শতাংশ জমিতে টিউলিপ ফুলের বীজ বপন চলছে (২রা জানুয়ারি ২০২২)

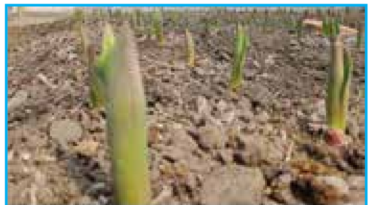
টিউলিপ ফুল চাষের নবম দিন। অংকুরোদগম শেষে তেঁতুলিয়ার মাটিতে টিউলিপ চারার উচ্ছ্বসিত উল্লাস। (৯ জানুয়ারি, ২০২২)

টিউলিপ ফুল চাষের পনের তম দিন। সবার প্রত্যাশা পূরণে দ্রুত বেড়ে উঠছে টিউলিপ চারা (১৫ জানুয়ারি, ২০২২)

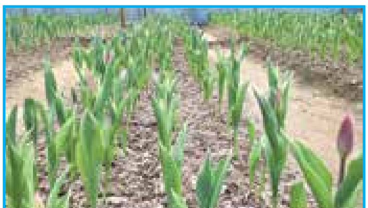
আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে! টিউলিপ বীজ বপনের ১৬ দিনের মাথায় এসে গেল কুঁড়ি-সম্ভাবনাকে ছাড়িয়ে দিল সর্বত্র (১৬ জানুয়ারি, ২০২২)

২০ জানুয়ারি, ২০২২। বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের ঐতিহাসিক দিন। মাত্র কুড়ি দিনের মাথায় কুঁড়ি থেকে প্রস্ফুটিত হলো টিউলিপ

বয়স যখন ২৭ দিন। ২৭ জানুয়ারি, ২০২২ অপূর্ব সৌন্দর্য্যে-নানা রঙ্গে সৌরভ ছড়ালো
বাংলাদেশে টিউলিপের রাজধানী শারিয়ালজোত ও দর্জিপাড়া গ্রামে। তাপমাত্রা ১৪০ সেলসিয়াস

১৬. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের টিউলিপ ফুলের কার্যক্রম পরিদর্শন

রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, পঞ্চগড় জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মো: জহুরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার পঞ্চগড় জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন।

পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম, মো: রাফিজুল ইসলাম মন্ডল, সেক্টর ভ্যালুচেইন স্পেশালিষ্ট, কাজী আবুল হাসনাত, উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এবং ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতারের পরিদর্শন।

১৭. উপসংহারঃ

প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায়, এটি খুবই লাভজনক এবং খুব অল্পসময়ের মধ্যে ফুল তোলা সম্ভব বলে এর সম্ভাবনা অনেক। সামনে এর আরও বেশি চাষ বাড়ানোর জন্য বাল্ব সংরক্ষনের উপর কৃষি গবেষণা করা প্রয়োজন এবং কিভাবে এটিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তসহ বিদেশে রপ্তানীর জন্য কৌশল নির্ধারণ ও পদক্ষেপ নেয়া যায়-সে বিষয়ে জোড়ালো উদ্যোগ গ্রহন আবশ্যক। এ অঞ্চলের হিমশীতল আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে টিউলিপ ফুল চাষ বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং অর্থনীনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। পিকেএসএফ-ইএসডিও'র এ ধরনের উদ্ভাবনী এই উদ্যোগ দেশের ফুল চাষে নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জগত বিখ্যাত টিউলিপ ফুল মাঠ পর্যায়ে দেশে প্রথম বারের মতো প্রস্ফুটিত করেছে তেঁতুলিয়ার আটজন সাহসী নারী সূচিত হয়েছে নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

মিডিয়া কাভারেজ

The Daily Star

Tulip cultivation a potential boon for Tentulia

OBSERVERBD.COM

Tulip farming a potential boon for Panchagarh farmers - Countryside - observerbd.com

YOUTUBE.COM

ইউরোপের অভিজাত ফুল টিউলিপ এখন পঞ্চগড়ে || Panchgarh Tulip

YOUTUBE.COM

প্রথমবারের মতো টিউলিপের চাষ বাংলাদেশে! | Tulip Cultivation In Bangladesh | Panchagarh | Somoy TV

DAILYJANAKANTHA.COM

দৈনিক জনকণ্ঠ || শীতের দেশের ফুল টিউলিপ, চাষ হচ্ছে তেঁতুলিয়ায়

ITTEFAQ.COM.BD

এবার পঞ্চগড়ে টিউলিপ চাষে সাফল্য আট নারীর

DESHRUPANTOR.COM

তেঁতুলিয়ায় মাঠজুড়ে শোভা পাচ্ছে টিউলিপ

DHAKAPOST.COM

তেঁতুলিয়ায় নজর কাড়ছে রংবেরঙের টিউলিপ

PROTHOMALO.COM

এবার তেঁতুলিয়ায় রাজসিক সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে টিউলিপ

JAIJAIDINBD.COM

তেঁতুলিয়ায় প্রথম ভিনদেশী টিউলিপ ফুল চাষ, পর্যটকদের ভিড়

বিশিষ্ট জনের সম্পৃক্ততা

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

www.esdo.net.bd

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় প্রকাশিত